ফলিত জ্ঞানের মহাতত্ত্বরাশি
আকুল হৃদয়ে পড়িতে পিয়াসী ;
শুভ্র রশ্মিরেখা সরসীর জলে,
প্রতিভাত কোটী রবি সে অমলে,

তাই নিতি ধাই, হেরিতে বিজনে
ঢল ঢল শ্যাম প্রকৃতি আননে !

শ্রীপুলিনবিহারী কর,
(ইংরেজী সাহিত্যের প্রোফেসার)।

বঙ্গবাসীর মহৎ প্রাণ।

'মৃত্যু-সভা'র আমন্ত্রণে ডাক্ প'ড়েছে তোদের যে রে
ঠেলিস্ নে পায় এ মহাদান মাথায় ক'রে তুলে নে রে,
আজকে কেন লজ্জা এত তোরা যে সেই বীরের জাতি ;
দীপ্ত ক'রে 'লুপ্ত-স্মৃতি'—চল রে সবে গর্ব্বে মাতি ;
গর্ব্বভরে যেদিন তোরা বাঁধলি বাসা 'পঞ্চনদে' ;
বিজিত সে 'অনার্য্যে'রা প'ড়্লো লুটে তোদের পদে ;
উড়্লো তোদের বিজয়-নিশান—বাজিয়ে বিষাণ গভীর রবে,
প'ড়্লো সাড়া জগৎ-মাঝে—স্তব্ধ হ'য়ে রৈল সবে ;
ছুট্লি যবে টলিয়ে ক্ষিতি—লঙ্কাদ্বীপে ক'র্তে জয় ;
জগৎ-মাঝে ছুট্লো খ্যাতি—এ কথা ত মিথ্যা নয় ;
প্রতাপ যে দিন টলাইল 'বাদসাজাদা'র সিংহাসন
গেছিস্ কিরে আজ্কে ভুলে—সেই সেদিনের কঠিন পণ ?
'মামুদ ঘোরী' তোদের ভয়ে—পালায়নি কি বারংবার,
ক'র্লে শপথ্ 'দন্তে তৃণ'—আস্বেনাকো বঙ্গে আর,
এইত সেদিন তোদের 'সুরেশ' প্রচারিল জগৎ-ময়
'সুপ্ত' বটে 'বঙ্গ-প্রভাব'—কিন্তু তা'ত লুপ্ত নয়।
আজ্কে বারেক তেমনি ক'রে করিস্ যদি কঠিন পণ,
পদানত ক'র্তে অরি লাগ্বেনা ত অধিকক্ষণ ;
দেখুক্ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে বঙ্গবাসীর মহৎ প্রাণ ;
'হেলায় দিল জীবন ধ'রে রাখতে অটুট রাজার মান।'

শ্রীহিমাংশুশেখর ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, D শাখা।